ব্রি ধান৩৩

সমৃদ্ধির জন্য ধান

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি), ফ্যাক্ট শীটঃ আমন ধানের জাত

জাত পরিচিতি

ব্রি ধান৩৩ আমন মৌসুমের আগাম জাত। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট ১৯৯৭ সালে জাতটি উদ্ভাবন করে।

জাতের বৈশিষ্ট্য

- পূর্ণ বয়স্ক গাছের উচ্চতা ১০০ সেমি।
- চাল খাটো, মোটা ও গাছ মজবুত তাই হেলে পড়ে না।
- গাছের পাতা প্রচলিত জাতের চেয়ে সামান্য চওড়া এবং ডিগ পাতার আগার দিক থেকে ২-৩ সেন্টিমিটার নিচে কোঁচকানো ভাজ আছে।
- ধানের খোসায় ভাঁজে ভাঁজে হালকা বাদামী রঙ আছে।

ব্রি ধান৩৩

এ জাতের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা

সময় মত ব্রি ধান৩৩ চাষ করে সকল রবি ফসলই আগাম আবাদ করা সম্ভব। তাছাড়া, আগাম পাকে বিধায় গরীব চাষীদের জন্য এ জাত বিশেষভাবে উপযোগী। উত্তরাঞ্চলের মঙ্গা উপদ্রুত এলাকায় ব্রি ধান৩৩ বেশ জনপ্রিয়। (ড্রাম সীডার ফ্যাক্ট শীট দেখুন) দিয়ে সরাসরি বপনের ক্ষেত্রে ১০০ দিনের মধ্যেই ধান পাকে এবং তখন বাজার দরও ভাল থাকে।

জীবনকাল

এ জাতের জীবনকাল ১১৮ দিন।

ফলন

ফলন হেক্টর প্রতি প্রায় ৪.৫ টন।

চাষাবাদ পদ্ধতি

১. **বীজ তলায় বীজ বপনঃ** ১৫-২০ আষাঢ় (৩০ জুন-৫ জুলাই)।

২. **চারার বয়সঃ** ২৫-৩০ দিন

৩. **রোপণের সময়ঃ** ১-৩০ শ্রাবণ (১৫ জুলাই-১৫ আগষ্ট)।

৪. **রোপণ দুরত্বঃ** ২০ সেমি × ১৫ সেমি

৫. **সার ব্যবস্থাপনা (কেজি/বিঘা)ঃ** সারের মাত্রা অন্যান্য উফশী জাতের মতই।

৫.১ ইউরিয়া	ডিএপি	এমওপি	জিপসাম
২০	৭	১১	৮

৫.২ জমি তৈরির শেষ চাষে সমস্ত ডিএপি/টিএসপি-এমওপি-জিপসাম প্রয়োগ করতে হবে। ইউরিয়া সমান ভাগে তিন কিস্তিতে প্রয়োগ করতে হবে। ১ম কিস্তি চারা রোপণের ৭-১০ দিন পর, ২য় কিস্তি চারা রোপণের ২৫-৩০ দিন পর এবং ৩য় কিস্তি কাইচ থোড় আসার ৫-৭ দিন পূর্বে প্রয়োগ করতে হবে।

*** ডিএপি সার ব্যবহার করলে সববেত্রেই প্রতি কেজিতে ৪০০ গ্রাম ইউরিয়া কম ব্যবহার করলেই হবে**

৬. **রোগ বালাই ও পোকামাকড় দমনঃ** ব্লাস্ট ও সাদা পিঠ গাছ ফড়িং-এর আক্রমণ প্রতিরোধশীল। বালাই দমনে অনুমোদিত ব্যবস্থাপনা অনুসরণ করতে হবে।

৭. **আগাছা দমনঃ** রোপণের পর ৩০-৩৫ দিন পর্যন্ত জমি আগাছামুক্ত রাখতে হবে।

৮. **সেচ ব্যবস্থাপনাঃ** চাল শক্ত হওয়া পর্যন্ত প্রয়োজনে সম্পূরক সেচ দিলে ফলন বৃদ্ধি পাবে।

৯. **ফসল কাটাঃ** ১৫-২০ কার্তিক (৩০ অক্টোবর-৫ নভেম্বর)।

আরো তথ্যের জন্য ঃ
পরিচালক (গবেষণা), ব্রি। ই-মেইলঃ dr@brri.gov.bd